কক্সবাজারে এসপির কার্যালয়ের সামনেই ৩ লাখ ইয়াবার মজুত!



ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার শহরে পুলিশ সুপারের কার্যালয় ও প্রেসক্লাবের ঠিক সামনের একটি ভবনের নবম তলার ফ্ল্যাট থেকে ৩ লাখ পিস ইয়াবা সদৃশ ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ঢাকায় পাঠানোর উদ্দেশ্যে এসব ট্যাবলেট সেখানে মজুত করা হয়েছিল।

রোববার (১৮ অক্টোবর) রাত আড়াইটা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত শহরের বাহারছড়া নিউ সার্কিট হাউস রোডের কোরাল রিপ পূর্বিতা সুলতান ভিলার ৮/এ নম্বর ফ্ল্যাটে অভিযান চালানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন শরীয়তপুরের আরমান বয়াতী (২৭), পিরোজপুরের মো. শামীম (৩০) ও ভোলার মো. রাকিব (২৫)। কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি মুহাম্মদ আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের তিনটি দল অভিযান চালায়। ফ্ল্যাটের শয়নকক্ষের কেবিনেটে রাখা দুটি কালো ট্রাভেল ব্যাগ থেকে খাকি টেপে মোড়ানো ৩০টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। এ সময় তিনটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়।

LENS ASIA

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, টেকনাফ সীমান্ত এলাকা থেকে সংগ্রহ করা ইয়াবাগুলো ঢাকার কেরানীগঞ্জের মো. রাহাদ হোসেনের (২৬) কাছে পাঠানোর জন্য রাখা হয়েছিল। ফ্ল্যাটটি তাঁর নামে ভাড়া নেওয়া হয়। রাহাদ পলাতক রয়েছেন।

গ্রেপ্তার আরমান সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, এর আগে দুই লাখ পিস করে ১০টি চালানে মোট ২০ লাখ পিস ইয়াবা রাহাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ফ্ল্যাটটিতে কারা যাতায়াত করতেন, তা শনাক্ত করতে গত এক মাসের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। মজুত ও পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা-ও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এদিকে, গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্থাপনের সামনে এমন বিপুল পরিমাণ ইয়াবা মজুতের ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন সাংবাদিক ইউনিয়ন কক্সবাজারের সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নুরুল ইসলাম হেলালী। তিনি বলেন, এ ঘটনা মাদক কারবারিদের বেপরোয়া মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়। শহরে সক্রিয় অন্য মাদক চক্রগুলো শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে নিয়মিত অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি চালানোর আহ্বান জানান তিনি।

কক্সবাজার প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মমতাজ উদ্দিন বাহারী বলেন, শহরকে ইয়াবা পাচারের নিরাপদ ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, অভিজাত ভবনগুলোতে বড় মাদক কারবারিদের বসবাসের সুযোগ রয়েছে; বাসিন্দাদের যথাযথ খোঁজখবর না রাখায় এসব ভবন মাদক মজুত ও পাচারে ব্যবহৃত হতে পারে।

মাদক কারবারের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য ও সাংবাদিকদের কারও কারও জড়িত থাকার অভিযোগও তদন্তের আহ্বান জানান তিনি। পেশা বা পরিচয় বিবেচনা না করে অভিযোগে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা উচিত বলে জানান তিনি।